কালের কণ্ঠ

7 MAY 2017

'জালিয়াতির' শীর্ষে রাজশাহীর শিমুল মেমোরিয়াল স্কুল

রফিকুল ইসলাম, রাজশাহী ▷

রাজশাহী নগরীর সিঅ্যান্ডবি মোড়ে অবস্থিত জীবন বীমা করপোরেশন ভবনে প্রায় চার বছর ধরে কোচিং ব্যবসা ও স্কুল পরিচালনা করছে শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল নামের প্রতিষ্ঠান। ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত পিইসির পরীক্ষায় এ প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি পেয়েছিল ১৫ জন, যা তদন্ত শেষে বাতিল করা হয়েছে। কোচিং ও স্কুলের প্রসার ঘটাতে সংশ্লিষ্টদের উৎকোচ দিয়ে এ বৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছিল বলে প্রমাণ মিলেছে। নানা অনিয়মে জড়িত প্রতিষ্ঠানটির কর্তারা তবু বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছেন কারবার। অষ্টম শ্রেণির পাঠদানে অনুমতি না থাকলেও তাঁরা 'ম্যানেজ' করেছেন দশম শ্রেণির পাঠদানের অনুমতি।

প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান দাবি করেন, 'সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই দশম শ্রেণির পাঠদানের অনুমতি নেওয়া হয়েছে।' তবে অষ্টম শ্রেণির পাঠদানের কোনো অনুমতি না থাকার কথা স্বীকার করেন তিনি। পিএসসির জালিয়াতি নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

জানতে চাইলে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নাই। এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়া ৪০ শিক্ষার্থীর বৃত্তি বাতিল করা হয়েছে সম্প্রতি। তাদের স্থলে নতুন ৪০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। আরো ২২ জনের সংশোধিত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। তদন্তে জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বৃত্তির ফলের এই পরিবর্তন করা হয়েছে। এ জালিয়াতির দায়ে তৎকালীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কাসেমকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। আর শিক্ষা জালিয়াতির এ ঘটনায় মূল হোতা ছিল শিমুল মেমোরিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটিকে 'পরিচিত' করতেই পিইসি বৃত্তিতে জালিয়াতি করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার রাজশাহী বিভাগীয় উপপরিচালক আবুল খায়ের বলেন, '২০১৫ সালের পিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমিক বৃত্তি নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গত ১৭ এপ্রিল থানা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে সংশোধিত ফলাফল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আগের ৪০ জনের বৃত্তি বাতিল করে নতুন করে যোগ্য ৪০ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুলের ১৫ শিক্ষার্থীর সবার বৃত্তি বাতিল করা হয়েছে। বৃত্তি বাতিল করা এই ৪০ শিক্ষার্থীকে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বৃত্তি বাবদ উত্তোলিত অর্থ সংশ্লিষ্ট খাতে জমা করতে বলা হয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, বৃত্তি নিয়ে জালিয়াতি হয়েছে—এমন অভিযোগে গত বছর জুলাই মাসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সাইফুল ইসলাম রাজশাহীতে অবস্থান করে তদন্ত সম্পন্ন করেন। তিনি মহাপরিচালকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে রাজশাহী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কাসেমসহ তিনজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নামে বিভাগীয় মামলা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সুনাম প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী বছরে ভর্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে থানা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে গোপনীয় আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।